

## জীবন নিয়ে ইসলামী তামাশা

আকাশ মালিক

২০০৭ সালটি বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঘূর্ণিঝড়, শৈত্যপ্রবাহ, বন্যা, পহাড়ধস, ভূমিকম্প ও বজ্রপাতে প্রায় ৭ হাজারেরও বেশী মানুষ মারা গেছে। নভেম্বর মাসে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’ হরণ করে নিল এ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজার মানুষ। ১০ হাজারও হতে পারে। এর আগে জানুয়ারীতে শৈত্যপ্রবাহে ৪০০ মানুষ প্রাণ হারায়। মার্চ-এপ্রিলে শুরু হয় প্রচলিত খরা। ধুংস হয় শতাদিক বিঘা জমির ফসল। ৫, ৮ ও ২২ এপ্রিল সারা দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায় কালবৈশাখী ঝড়। এতে মারা যায় ৩ জন, আহত হয় দেড় শতাদিক, বিধ্বস্ত হয় ৫ শত ঘরবাড়ি। ২৫ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাতে রাজধানীর মালিবাগে মারা যায় দুজন। মে মাসে আসে ঘূর্ণিঝড় ‘আকাশ’। ২৫ মে থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত সারা দেশে ঝড় বজ্রপাতে মারা যায় ১১২ ও আহত হয় ১৪২ জন। ১১ জুন চট্টগ্রামের ছয়টি ঝায়গায় পহাড়ধসে ও দেয়াল চাপা পড়ে মারা যায় ১২৭ জন। মে ও জুন মাসে প্রচলিত তাপদাহে মারা যায় ১৩ জন। জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্যন্ত দু দফায় হয় বন্যা। এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৪৫ লক্ষ মানুষ ও সম্পূর্ণ ধুংস হয়ে যায় ১৮ হাজার ৯৪০ টি বাড়ি। বন্যার পরপরই শুরু হয় কলেরা। আক্রান্ত হয় ৭০ হাজারেরও বেশী মানুষ। ২৮ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও চট্টগ্রামে হয় ভূমিকম্প। এতে মারা যায় ১ জন ও আহত হয় ১০ জন। ১৭ নভেম্বর হারিকেন ক্যাটরিনাসম ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’ লম্বাভঙ্গ করে দিল সমুদ্র উপকূল। ডিসেম্বরে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ‘নার্গিস’।

আবহাওয়া দফতর ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’ এর অবস্থান দু দিন আগে থেকেই জানতেন। সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী আগাম বিপদ সংকেত দিয়েছিলেন এবং সাধ্যমত তারা প্রতিরোধ ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে একই শক্তিশালী ঝড়ে ১৯৭০ সালে মানুষ মারা গিয়েছিল লক্ষাধিক। প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে করে মানুষ সভ্যতার এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ আজ জানতে সক্ষম হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বজ্রপাত, শৈত্যপ্রবাহ, বন্যা সহ কলেরা নামক মরণব্যাপী রোগ কেন হয়, কিভাবে হয়, কোথায় হয়, কখন হয়। প্রতিরক্ষা প্রতিরোধ ব্যবস্থাও মানুষ শিখেছে সাধনা ও বিজ্ঞান থেকে। পক্ষান্তরে কোরআন সহ জগতের কোন ধর্মগ্রন্থই উপরোল্লিখিত বিষয়াদির বিন্দুবিসর্গ ধারণাও মানুষকে দিতে পারেনি। ধর্মগ্রন্থ রচয়িতাগণ চালাক, চতুর ধূর্ত ছিলেন বটে তবে জ্ঞানী ছিলেন না মোটেই। ঘূর্ণিঝড়ে মা-বাবা হারা দশ বৎসরের শিশু কিংবা সর্বস্ব হারিয়ে একজন বৃদ্ধা যদি প্রশ্ন করেন, বারবার প্রলয়ঙ্কারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন হয়, কেন এতো প্রাণহানী, এতো ধুংস। তার উত্তরটা কি হবে, তোমরা বারবার পাপ করেছে আর আল্লাহ্ বারবার গোসা করেছেন তাই তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিলেন? এ মানুষের জীবন নিয়ে নোংরা তামাশা ছাড়া আর কি হতে পারে? এমনি এক তামাশা দেখালেন বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদের জাতীয় খতিব এ সপ্তাহের জুম্মার খুৎবায়। খতিব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণসহ এ থেকে বাঁচার ইসলামী উপায়টিও বলে দিয়েছেন।

## জাতীয় মসজিদে জুমার খুতবা তওবা করে পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টারঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী করাকে কুরআনের আইন পরিবর্তনের দাবী হিসেবে উল্লেখ করে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের পেশ ইমাম ও ভারপ্রাপ্ত খতিব মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন বলেছেন, আল্লাহ মানুষের কর্মফলের চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন আখেরাতে। কিন্তু পৃথিবীতে মাঝে মাঝে বিপদ আপদ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। বর্তমানে কুরআনের আইন পরিবর্তন করার দাবী করা হচ্ছে। এ দাবীর কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মানুষের কর্মের কারণে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য মসিবত দিয়ে থাকেন। ধ্বংসকারী ঘূর্ণিঝড়ও মানুষের কর্মের ফসল। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে তাওবা করে পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুমার খুতবায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশে দুর্যোগ মানুষের কর্মের প্রভাবে হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, মসিবত তোমাদের হাতের অর্জন। মানুষের কর্মের ফায়সালা আখেরাতে হবে। তবে সতর্কতামূলক দুনিয়াতে কিছু কর্মফল হিসেবে মসিবত দিয়ে থাকেন।

তিনি বলেন, দেশের কিছু কিছু লোক আল্লাহর বিধান পরিবর্তনের কথা বলছে। তারা নিজেদের মতো করে কুরআনের বিধান চায়। কুরআনের আইন পরিবর্তনের দাবী উঠেছে। এতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহর হুকুম না মানলে শাস্তি আসবে।

Daily Sangram 17 November 2007